SHATABDIR KOLKATA

শতাব্দীর কলকাতা

A Fortnightly Bengali Newspaper • বর্ষ-১১, সংখ্যা-৫ • ১ জুলাই ২০২৬ • Vol-11, Issue-5; 1 July 2026 • মূল্য- ১টাকা

মৃত মুসলিম ব্যক্তির অ্যাকাউন্টে গত আড়াই বছর ধরে বিধবা ভাতার টাকা ঢুকছে নদিয়ার চাকদহে

অনির্বাণ চৌধুরী

নদিয়া জেলার চাকদহ শহরের রঞ্জনপল্লীর রঙ চটা, পলেস্তারা খসে পড়া একটি ঘরে কোনমতে বসবাস করেন ষাটোর্ধ্ব বিধবা মহিলা স্বাগতা মিত্র। ব্লাউজ তৈরী করে সামান্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে সেলাই করে দিন গুজরান করেন স্বাগতা দেবী । ২০২৩ সালের শেষের দিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অন্যতম সামাজিক প্রকল্প "বিধবা ভাতা" পাওয়ার জন্য দুয়ারে সরকারে গিয়ে নথিপত্র পরবর্তীতে জমা করেন। স্বাগতা দেবী তাঁর ব্যাংকের পাস বই আপডেট করিয়ে দেখেন তাঁর ব্যাংক একাউন্টে বিধবা ভাতার টাকা ঢুকছে না । নথি জমা দেওয়ার পর অ্যাকাউন্টে কোনো টাকা না ঢোকায় ২০২৬ সালের মার্চ মাসে বিডিও অফিসে গিয়ে খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন তাঁর আবেদন গৃহীত হয়েছে এবং ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাস থেকেই তাঁর ভাতা ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার চাকদহ শাখায় ঢুকছে । কিন্তু তিনি অধিকারিককে বলেন আমি তো টাকা পাচ্ছি না। তখন ওই আধিকারিক পোর্টাল চেক করে দেখেন স্বাগতা দেবীর নামের সাথে অন্য একটি ওই ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট নম্বর রয়েছে । প্রথমে তিনি উদ্ভ্রান্তের মতো বেশ কয়েকবার বিডিও র সাথে দেখা করে সেকথা জানাতে যান কিন্তু দেখা না পেয়ে ফিরে আসেন । অসহায় বিধবা ভদ্রমহিলা সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে গিয়ে জানতে পারেন তাঁর প্রাপ্য বিধবা ভাতার টাকা চাকদহ শহরের উপকণ্ঠে সূটরা গৌরীপুর (তাতলা ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত) নিবাসী আব্দুল আজিজ মন্ডলের ব্যাংক একাউন্টে প্রতি মাসে ঢুকে চলেছে । এই খবর পেয়ে স্বাগতা দেবী দুবার বিডিও অফিসে গিয়ে লিখিত ভাবে জানিয়ে চিঠির প্রাপ্তিস্বীকার করিয়ে আনেন কিন্তু মাসের পর মাস কোনো সমাধান হয়নি । গত ২৫ জুন স্বাগতা দেবী পুনরায় বিডিও অফিসে যান এবং বহুক্ষণ অপেক্ষা করার পর তিনি হরিণঘাটার বিধায়ক অসীম সরকারকে সামনে পেয়ে তাঁর কাছে সমস্যার কথা এবং হয়রানির ঘটনা জানালে অসীমবাবু তৎক্ষণাৎ সেখানে উপস্থিত জয়েন্ট বিডিওকে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখতে বলেন । বিধায়কের কার্যত নির্দেশে উক্ত আধিকারিক ভদ্রমহিলার কথা শোনেন, তাঁর সব কাগজপত্র দেখেন এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারীর থেকে জেনে স্বাগতা দেবীকে বলেন এরকম ভাতা না পাওয়া কয়েকজনের বিষয়ে লিখিতভাবে তাঁর দপ্তর জেলা সমাজকল্যাণ দপ্তরের কাছে পাঠিয়েছেন, আশ্চর্যের বিষয় সেই তালিকায় দেখা যায় স্বাগতা মিত্রের নামই নেই । ভদ্রমহিলা উষ্মা প্রকাশ করলে জয়েন্ট বিডিও তাঁকে আশ্বাস দেন বিষয়টা নিশ্চই তিনি বিডিওকে জানাবেন এবং স্বাগতা দেবীকে ফোন নম্বর দিয়ে বলেন বিডিওর সঙ্গে প্রয়োজনে কথা বলে নিতে । এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ও চাঞ্চল্যকর বিষয় হলো যে ভদ্রলোকের একাউন্টে "বিধবা ভাতা"র টাকা ঢুকছে সেই আব্দুল আজিজ মন্ডলের জীবনাবসান হয়েছে বিগত আট বছর আগে । অসহায় বিধবা মহিলার ভাই গত ৩০ জুন ফোন করে বিষয়টা জানালে বিডিও নিজের অফিসের তরফ থেকে ভুলের কথা স্বীকার করেন, যদিও এর জন্য তাঁর কোনো অনুশোচনা প্রকাশ পায়নি উল্টে তিনি অত্যন্ত অভদ্র ব্যবহার করেন স্বাগতাদেবীর ভাইয়ের সঙ্গে। চাকদহর দুর্বিনীত বিডিও অনির্বাণ সেনগুপ্ত কথা শেষ হবার আগেই ফোন কেটে দেন এবং পরবর্তীতে বারংবার ফোন করলেও তিনি ফোন ধরেননি (সমস্ত প্রমাণ নিয়েই একথা লেখা হচ্ছে) রাজ্যে সরকার পরিবর্তন হয়েছে, নতুন মুখ্যমন্ত্রী আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার কথা বলছেন কিন্তু তিনি হয়তো জানেননা যে জনগণের করের টাকায় বেতন পাওয়া এই ধরনের আধিকারিকরা সাধারণ মানুষের সাথে কি ধরণের আচরণ করে চলেছেন এবং তাঁরা মনে করছেন এখনও রাজ্যে শাসকের আইন চালাবেন ঠিক আগের মতো। যে বিডিওর অফিস থেকে ভুল করায় একজন অসহায় দরিদ্র বিধবা মহিলা প্রায় আড়াই বছর তাঁর প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন, তাঁর প্রাপ্য টাকা প্রতি মাসে বিগত আট বছর আগে প্রয়াত একজন ভদ্রলোকের একাউন্টে ঢুকে চলেছে সেই বিডিও-র লাটসাহেবী - দুর্বিনীত ব্যবহার ও ন্যূনতম অনুশোচনাহীন মনোভাব কার্যত সরকারের থেকে প্রান্তিক মানুষের দূরত্ব বাড়িয়ে দেবে অদূর ভবিষ্যতে একথা বলাই যায়। স্বাগতা মিত্রের মতো বহু নিরপরাধ মানুষকে হয়তো অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে যদি সরকার এইসব বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করেন।

এবার কি শাপমুক্ত হবে বঙ্কিম ভিলা?

রজত বিশ্বাস

রাজা আসে-রাজা যায়, সরকার আসে-সরকার যায়, নেতা আসে- নেতা যায়। শুধুমাত্র যাওয়া আর আশা নেই উত্তর ২৪ পরগনার বারাসতের বঙ্কিম ভিলায়। যে তিমির সেই তিমিরেই বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ বঞ্চনার সাক্ষী হয়ে পড়ে আছে সাহিত্য সম্রাটের স্মৃতি বিজড়িত তার কর্মস্থল বঙ্কিম ভিলা।

বাঁদিকে জেলা পরিষদ, ডানদিকে জেলা প্রশাসনিক ভবন, সামনে জেলা আদালত, আর তার ঠিক ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর। শীততাপ নিয়ন্ত্রিত বিলাসবহুল সুসজ্জিত এই ভবন গুলির চক্রব্যুহ্যে অসহায় নিরস্ত্র অভিমন্যুর মত পড়ে আছে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কর্মস্থল ডেপুটি কালেক্টর অফিস।

১৮৭৪ এবং ১৮৮২ দুই পর্বে বড় বড় স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা ঐতিহাসিক এই ভবনে ডেপুটি কালেক্টর এর দায়িত্বে নিয়োগ ছিলেন সাহিত্য সম্রাট। কড়া হাতে এখানে বসেই তিনি বিচার করতেন। শোনা যায় এইখানে বসেই তিনি তার কালজয়ী বহু উপন্যাসের সূচনা করেন। এই ভবনে তখন জনসাধারণের অবাধ বিচরণ ছিল। প্রতিদিন মানুষের কোলাহল আর উচ্ছ্বাসে মুখরিত ছিল এই ভবন। দোতলার কড়িবর্গা দেওয়া বড় ঘরটিই ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের কর্মস্থল। শোনা যায় এখনো কান পাতলে কর্মচঞ্চল অফিসের বহু শব্দ বাতাসে ভেসে আসে নিঃশব্দে গভীর রাতে। আজ এই ভবন ভুতুড়ে হানা বাড়িতে পরিণত হয়েছে। বড় বড় বট ও অশথ গাছ নেমে এসেছে দেওয়াল বেয়ে। বটের ঝুড়ি নেমেছে ভবন জুড়ে। মাকড়সার জালে আটকে আছে ভগ্নপ্রায় দরজা-জানলা গুলো। বিষাক্ত সাপ ও বেজির সহাবস্থান এই বাড়ির আনাচে কানাচে। পরিপূর্ণ হানাবাড়িতে রূপান্তরিত হয়েছে সাহিত্য সম্রাটের কর্মস্থল । ঐতিহাসিক এই ভবন যেকোনো চলচ্চিত্র পরিচালকের কাছে ভৌতিক চলচ্চিত্রের আদর্শ পটভূমি হতে পারে। অথচ এই বাড়ির চার পাশ ঘিরে বিভিন্ন সরকারী পদে নিয়োজিত আছেন তৎকালীন ডেপুটি কালেক্টর বঙ্কিমচন্দ্রের সুযোগ্য উত্তরসূরীরা।

৩৪ বছরের বাম শাসনে তৎকালীন জেলা পরিষদের সভাধিপতি নন্দদুলাল ভট্টাচার্য এবং জেলাশাসক আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় এই ভবনে বঙ্কিম সংগ্রহশালা তৈরি করেছিলেন। সাহিত্য সম্রাটের ব্যবহৃত জিনিসপত্র ছিল এই সংগ্রহশালায়। আই ওয়াসের এই সংগ্রহশালা বাম আমলেই ভুতুড়ে বাড়িতে পরিণত হয়। অনেক প্রতিশ্রুতি বাম সরকার দিলেও অধরা থেকে যায়।

১৫ বছরের তৃণমূল জমানায় এই বাড়ি সংস্কারের প্রস্তাব বহুবার উঠে আসে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী "বঙ্কিম দা" সম্বোধন করায় রে রে করে উঠেছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ তৃণমূল নেতা কর্মী সমর্থকরা। অথচ সংস্কারের প্রশ্ন এলেই তারা নীরব থেকেছেন। সরকারি উদাসীনতায় সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতি বিজড়িত কর্মস্থল বরাবর বঞ্চিত ও উপেক্ষিত থেকেই গেছে।

এরপর ২ পাতায়...

বিধানসভায় "মাভৈ" চালুর প্রস্তাব বিধায়কের

সঞ্জীব চাকী

রাজ্যে পালাবদলের সরকারে চার জন প্রথমসারির সাংবাদিক বিধায়ক হয়েছেন। বর্ষিয়ান সাংবাদিক স্বপন দাশগুপ্ত, জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, মানব গুহ ও সন্তু পান।তার মধ্যে দুইজন মন্ত্রীসভায় গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর সামলাচ্ছেন। সরকার গঠনের পরই প্রথম বাজেট ঘোষণা করেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত। বাজেট অধিবেশনে ধ্যন্যবাদ জ্ঞাপন করতে গিয়ে মেমারির বিধায়ক তথা সাংবাদিক মানব গুহ সরকারের কাছে আবেদন করেন সাংবাদিকদের "মাভৈ" স্কিমটিকে পুনরায় চালু করা ও ডিজিটাল মিডিয়ার সাংবাদিকদের সরকারি প্রেস কার্ড পাওয়ার ব্যবস্থা করা হোক। ধন্যবাদ বিধায়ক মানব গুহকে আপনি সাংবাদিকদের সুরক্ষার স্বার্থে বিধানসভায় আওয়াজ তুলেছেন। এর আগে কেউ সাংবাদিকদের বিষয় বিধানসভায় কথা বলতে শুনিনি। তৃণমূল সরকার এই "মাভৈ" প্রকল্পটি চালু করে আবার অজ্ঞাত কারণে বন্ধ করে দিয়ে সবাইকে স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের আওতায় ফেলে দেন। সেই সময় মুখ্যমন্ত্রীর পা চাটা কিছু সাংবাদিক তারা এই বিষয় নিয়ে কোনো প্রতিবাদ বা তৎবির করেনি। শুধু মুখ্যমন্ত্রীর পাশে পাশে ঘুরে নিজেদের আখের গুছিয়েছেন।

কলকাতার আইসিসিআর-এ কবি দীপ্তিমান বসু সম্মাননা প্রদান করছেন পদ্মশ্রী কার্তিক মহারাজ। *ছবি- সঞ্জীব চাকী*

শতাব্দীর
কলকাতা

সম্পাদকীয়

১৫ আষাঢ় ১৪৩৩
১ জুলাই ২০২৬

গুন্ডা দমন বিল না বিরোধী উচ্ছেদ!

এবার কি তবে বাংলা থেকে গুন্ডা নির্মূল হবে ? সম্প্রতি উচ্চ আদালতে গুন্ডা দমন বিল ছাড়পত্র পেল। বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুন্ডামি করলেই নিশ্চিত জেল বাস। সেই সঙ্গে সরকারি বা বেসরকারি সম্পত্তি নষ্ট করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছ থেকে তার সম্পত্তি নিলাম করে তিনগুণ অর্থ ক্ষতিপূরণ বাবদ নেওয়া হবে। ইতিপূর্বেই অসম, ঝাড়খন্ড,গুজরাট তিন রাজ্যে এই বিল চালু হয়েছে। চালু হওয়ার ফলে অনেকটাই গুন্ডা দমন করা গেছে বলে জানিয়েছে বিজেপি সরকার। বিরোধীরা প্রশ্ন তুলেছে এই গুন্ডা দমন বিল আদৌ কি গুন্ডারাজ নির্মূল করার জন্য ? নাকি বিরোধীদের প্রতিবাদের কণ্ঠ চেপে ধরার জন্য ? ইতিমধ্যেই গুন্ডা দমন বিলের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে দরবার করার হুঁশিয়ারি দিয়েছে বিরোধী দলগুলো। তাদের দাবি এই বিলকে সামনে রেখে বিরোধীদের হেনস্তা পাকাপাকি রাস্তা তৈরি করছে বিজেপি সরকার। সাধারণ মানুষ থেকে বিরোধী দল গুলো তাকিয়ে আছে গুন্ডা দমন বিল কার্যকরীর দিকে, ফলে আদতে গুন্ডারা কি নির্মূল হবে? নাকি বিরোধী নির্মূল হবে।

এমএসএমই দিবস উদযাপন ফ্যাসির

দীপঙ্কর নাগ : মঙ্গলবার বর্ষণ মুখর সন্ধ্যায় আইসিসিআর সত্যজিৎ রায় অডিটোরিয়ামে আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রকাশিত হল সদ্য মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসা শুভেন্দু অধিকারীকে নিয়ে লেখা গান। যার মূল উদ্যোক্তা শুভেন্দু অধিকারীর দীর্ঘ লড়াইয়ের সঙ্গীদের অন্যতম কবি দীপ্তিমান বসু । গান ও বই প্রকাশের পাশাপাশি ওই মঞ্চে ছিল ক্ষুদ্র, মাঝারি ও শিল্প সংস্থাদের নিয়ে গঠিত ফেডারেশন অফ অ্যাসোসিয়েশন অফ স্মল ইন্ডাস্ট্রিস অফ ইন্ডিয়ার আন্তর্জাতিক এম এসএমই দিবস উদযাপন । এই উপলক্ষে শিল্প গোষ্ঠী, সংগঠনের কর্তা, প্রতিনিধি ছাড়াও রাজ্যের একঝাঁক মন্ত্রী ও বিধায়ক উপস্থিত ছিলেন অনুষ্ঠান মঞ্চে । ছিলেন পদ্মশ্রী কার্তিক মহারাজ, হিরন্ময় গোস্বামী মহারাজ, স্বামী পরমাত্মানন্দজি, রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী ড: শঙ্কর ঘোষ, ক্ষুদ্র শিল্প দফতরের প্রতিমন্ত্রী অশোক দিন্দা, বিধায়ক রূদ্রনীল ঘোষ, বিধায়ক কৌস্তভ বাগচি, প্রাক্তন মন্ত্রী উপেন বিশ্বাস, গাজি অপারেশনের একমাত্র বাঙালী সদস্য বিমল কুমার চন্দ, চিকিৎসক নারায়ণ ব্যানার্জি, আয়োজক সংস্থা ফ্যাসির চেয়ারম্যান চিরঞ্জীব ঘোষ সহ সংস্থার অন্যান্য কর্তারা । চিরঞ্জীব ঘোষ জানান, ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গে শিল্প ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন এবং সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে । শীঘ্রই আরো নতুন শিল্প যেমন আসবে রাজ্যে তেমনি এরাজ্যে পুরনো বন্ধ শিল্প ফের ঘুরে দাঁড়াবে ।

কবি দীপ্তিমান বসুর কথা, ভাবনা এবং উদ্যোগে শুভেন্দু দাদা গানটির উদ্বোধনের সাক্ষী থাকেন উপস্থিত অতিথি থেকে হল উপচে পড়া দর্শক । আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের আগে তরুণ শিল্পী পোর্শিয়া সেন, শ্রুতি মাইতি, রাহুল সিনহা, অভিষেক নট্টরা গানটির শুরুর অংশ গেয়ে শোনান । গানটির সুর এবং অতিরিক্ত লিখন সৌম্যঋত অবশ্য বিদেশে থাকায় এদিন উপস্থিত থাকতে পারেননি। তবে ছিলেন প্রোগ্রামিংয়ের দায়িত্বে থাকা রাহুল সরকার, রেকর্ডিংয়ের প্রসূন মুখোপাধ্যায় সহ টিমের সকল সদস্য ।

বিশিষ্ট অতিথিদের মতে ক্ষুদ্র শিল্পের হাত ধরেই আসবে শিল্পের নব জোয়ার । শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে বাংলায় যে জোয়ার আসতে চলেছে তার পরিপূরক এই অসাধারণ গানটি ।

শুভেন্দু দাদা গানের পিছনে ভাবনার কথা জানালেন দীপ্তিমান বসু ।রাজ্যের মন্ত্রী ও বিধায়করা একযোগে জানিয়েছেন, গানের ভাবনা এবং চিত্রায়ণ অসাধারণ । পাশাপাশি তাঁদের আশা, রাজ্যে পালাবদলের পর শিল্প ক্ষেত্রে নতুন জোয়ার আসবে এবার । তোলাবাজি, সিন্ডিকেট, বন্ধ হবে ।

একই মঞ্চে দুই শিল্পের মেলবন্ধনে অন্যরকম সন্ধ্যায় পরিণত হয় এদিনের অনুষ্ঠান । অনুষ্ঠানের সূচনা হয় সুস্মিতা দে-র বন্দেমাতরম গানের মধ্য দিয়ে...।

মোবাইল বর্তমানে শিক্ষাজগতের অভিশাপ

রিয়া সাহা

আধুনিক প্রযুক্তির যুগে মোবাইল ফোন আমাদের দৈনন্দিন জীবনের একটি অপরিহার্য অংশ। যোগাযোগ, তথ্য আদান-প্রদান এবং অনলাইন শিক্ষার ক্ষেত্রে মোবাইলের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। তবে এর অতিরিক্ত ও অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার বর্তমানে শিক্ষাজগতে এক বড় উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছে।

করোনা মহামারির পর অনলাইন শিক্ষাব্যবস্থা চালু হওয়ায় মোবাইল ফোন শিক্ষা গ্রহণের অন্যতম প্রধান মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হতে শুরু করে। ভিডিও ক্লাসের মাধ্যমে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর যোগাযোগ সহজ হলেও এর একটি নেতিবাচক দিকও সামনে এসেছে। অনেক শিক্ষার্থী পড়াশোনার পরিবর্তে অনলাইন গেম, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এবং অনুপযুক্ত ভিডিও দেখায় আসক্ত হয়ে পড়ছে। ফলে পড়াশোনায় মনোযোগ কমছে, মূল্যবান সময় নষ্ট হচ্ছে এবং শিক্ষার মানও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

অতিরিক্ত মোবাইল ব্যবহারের কারণে শিশু-কিশোরদের মধ্যে বিভিন্ন শারীরিক সমস্যাও দেখা দিচ্ছে। অল্প বয়সেই চোখের সমস্যা, মাথাব্যথা, ঘুমের ব্যাঘাত এবং মানসিক অস্থিরতা বাড়ছে। পাশাপাশি মাঠে খেলাধুলা, শরীরচর্চা ও সামাজিক মেলামেশার অভ্যাসও ক্রমশ কমে যাচ্ছে, যা তাদের সার্বিক বিকাশে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, শিক্ষার্থীদের মোবাইল ব্যবহার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা, অভিভাবকদের নিয়মিত তদারকি এবং প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা অত্যন্ত জরুরি। প্রযুক্তি যেন শিক্ষার সহায়ক হয়, শিক্ষার প্রতিবন্ধক নয়—সেদিকে পরিবার, বিদ্যালয় এবং সমাজকে সমানভাবে নজর দিতে হবে।

বছরভর পালিত হবে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী

নিজস্ব সংবাদদাতা : পশ্চিমবঙ্গ গঠনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব, শিক্ষাবিদ, আইনজীবী ও প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন ৬ জুলাই। রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর রাজ্য সরকার ঘোষণা করেছে যে, প্রতিবছর ৬ জুলাই তাঁর জন্মজয়ন্তী সরকারি উদ্যোগে পালন করা হবে। পাশাপাশি দিনটিতে সরকারি ছুটিও ঘোষণা করা হয়েছে।

কে ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়?

১৯০১ সালের ৬ জুলাই হুগলি জেলার জিরাটে এক বিশিষ্ট শিক্ষিত পরিবারে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতা ছিলেন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিংবদন্তি উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। শ্যামাপ্রসাদ ১৯২৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএল পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান অর্জন করেন এবং পরবর্তীকালে ব্যারিস্টারি সম্পন্ন করেন।

মাত্র ৩৩ বছর বয়সে, ১৯৩৪ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বকনিষ্ঠ উপাচার্য (ভাইস-চ্যান্সেলর) হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর অনুরোধেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য দুটি গান রচনা করেন— "চলো যাই, চলো যাই" এবং "শুভ কর্মপথে ধর নির্ভয় গান"। ১৯৩৭ সালের ২৪ জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে এই গান পরিবেশিত হয়। পরে ২০০৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্ধশতবর্ষ উদ্‌যাপনেও "শুভ কর্মপথে ধর নির্ভয়" গানটি পরিবেশিত হয়েছিল।

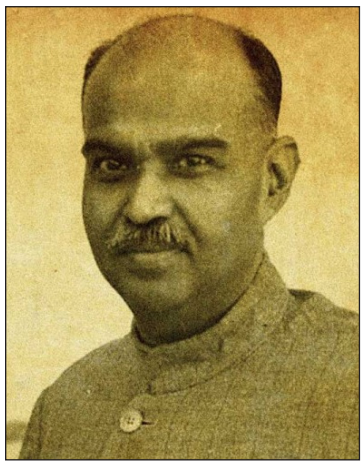

রাজনৈতিক জীবনেও শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি অবিভক্ত বাংলার অর্থমন্ত্রী ছিলেন এবং দেশভাগের সময় পশ্চিমবঙ্গ গঠনের দাবিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন বলে তাঁর সমর্থকরা মনে করেন। ১৯৪৭ সালে স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর মন্ত্রিসভায় শিল্প ও সরবরাহমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর আমলে শিল্পোন্নয়ন, শিল্পনীতি প্রণয়ন এবং চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ কারখানার মতো একাধিক গুরুত্বপূর্ণ শিল্প প্রকল্পের সূচনা হয়।

১৯৫০ সালে পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দুদের ওপর নির্যাতনের প্রতিবাদে তিনি নেহরু মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন। পরের বছর, ১৯৫১ সালে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের দ্বিতীয় সরসংঘচালক এম. এস. গোলওয়ালকরের সঙ্গে পরামর্শ করে ভারতীয় জনসংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৫২ সালে দক্ষিণ কলকাতা কেন্দ্র থেকে লোকসভায় নির্বাচিত হন।

১৯৫৩ সালে জম্মু ও কাশ্মীরে বিশেষ সাংবিধানিক ব্যবস্থার (তৎকালীন ৩৭০ ধারার প্রেক্ষাপটে) বিরোধিতা করে আন্দোলনের সময় ১১ মে কাশ্মীরে প্রবেশের পথে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। বন্দি অবস্থায় ২৩ জুন ১৯৫৩ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যু নিয়ে সে সময় বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন ও বিতর্কেরও সৃষ্টি হয়েছিল।

ভারতের শিক্ষা, রাজনীতি এবং পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অবদান আজও আলোচনার বিষয়। তাঁর জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হবে বলে সরকারি সূত্রে জানা গেছে।

পাশফেল চালুর প্রস্তাব বিধানসভায়

নিজস্ব সংবাদদাতা : কংগ্রেস সরকার কেন্দ্রে থাকাকালীন পাশফেল তুলে দিয়েছিলো। পাশফেল প্রথা যদি আবার ফিরিয়ে আনা যায় তাহলে দলিত,পতিত, বঞ্চনা এবং প্রান্তিক সমাজের মানুষের উপকার হবে বলে বিধানসভায় প্রস্তাব রাখেন হরিণঘাটার বিধায়ক অসীম সরকার। প্রস্তাবে তিনি আরও বলেন, বাচ্চারা সঠিক লেখাপড়া শিখতে পারে, আমার মনে হয়েছে। আপনারা ভাববেন। কারণ যাদের পয়সা আছে তারা ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াতে পারে আর যাদের নেই তারা পড়াতে পারে না। যদি ফেল করার ভয় ও মাস্টারমশাইয়ের হাতে ছড়ি নাই থাকে তাহলে ছাত্র সঠিক লেখাপড়া কেমন করে তা আমি ঘুরে ঘুরে খুব ভালোভাবে দেখেছি। মাস্টারমশাইরা যেমন স্নেহ করবেন তেমন শাসনও করবেন এই অধিকার দেওয়া যায় কিনা আপনারা ভাববেন।আপনারা বিদ্যালয় পাশফেল ফিরিয়ে আনা যায় কিনা ভাববেন।

নিজস্ব সংবাদদাতা : অনলাইন ডেলিভারি বন্ধুদের পাশে দাঁড়াল বারাসতের সামাজিক সংগঠন ইউথ সোশ্যাল অ্যাসোসিয়েশন। ওয়াইএসএ -এর পক্ষ থেকে বিনা ব্যয়ে স্বাস্থ্য ও চক্ষু পরীক্ষা শিবির হয়। উপস্থিত ছিলেন বারাসতের বিধায়ক শঙ্কর চ্যাটার্জি।

বঙ্কিম ভিলা

১ পাতার পর...

নতুন সরকার এসেছে সাধারণ মানুষ আশায় বুক বেঁধেছেন, এবার বোধহয় বঙ্কিম ভিলার সংস্কার হবে।

"বন্দেমাতরম" এর রচয়িতার অমর সৃষ্টি কে নিয়ে দেশজুড়ে দেশপ্রেমের বার্তা পৌঁছে দিচ্ছেন বিজেপি সরকার। এই ঐতিহাসিক কর্মস্থলের সংস্কারেও দৃষ্টিপাত করবেন কিনা নতুন সরকার সেদিকে তাকিয়ে আছেন বাংলার মানুষ। তবে ঘরপোড়া বাংলার মানুষের মনে আশঙ্কা রয়েছে, প্রতিশ্রুতির বন্যা এর আগেও দুই সরকার দিয়েছেন। সিংহাসন আর রাজার পরিবর্তন হয়েছে। সেই দিকেই তাকিয়ে আছে বাংলার মানুষ।

অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নোটিশ দিয়ে পুলিশ থানায় ডেকে পাঠাতে পারে কি?

অনিল কুমার রায়
প্রাক্তন পুলিশকর্তা ও আইনজীবি

পুলিশ নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে অভিযুক্ত বা সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে নোটিশ দিয়ে থানায় ডেকে পাঠাতে পারে। তবে এর ক্ষমতা সীমাহীন নয়; আইনসিদ্ধ কারণ, প্রক্রিয়া এবং নাগরিকের মৌলিক অধিকারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তা করতে হবে।

১. প্রাসঙ্গিক আইন: ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার ৩৫ ধারা।

ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার ৩৫ ধারা মূলত এমন পরিস্থিতির জন্য প্রযোজ্য যেখানে পুলিশ অফিসার মনে করেন যে কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ সংঘটনের যথেষ্ট ভিত্তি আছে এবং অভিযোগে শাস্তির বিধান সর্বাধিক ৭ বছর , কিন্তু তাৎক্ষণিক গ্রেফতার জরুরী নয়।

এই ক্ষেত্রে পুলিশ—

সরাসরি গ্রেফতার না করে

প্রথমে Notice of Appearance / Notice to Attend ইস্যু করতে পারে।

অর্থাৎ, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে নির্দেশ দেওয়া হয় যে তিনি নির্দিষ্ট দিন, সময় ও স্থানে (সাধারণত থানায় বা তদন্ত অফিসারের সামনে) উপস্থিত থাকবেন।

২. কখন পুলিশ নোটিশ দিতে পারে?

পুলিশ নোটিশ দিতে পারে যদি—

অভিযোগ তদন্তাধীন থাকে

ব্যক্তির বিরুদ্ধে এবং প্রাথমিক তদন্তে অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হয় এবং

অভিযোগে সর্বোচ্চ শাস্তি ৭ বছর সেক্ষেত্রে জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন হয় এবং

গ্রেফতার ছাড়াই তদন্ত সম্ভব।

উদাহরণ:

প্রতারণা,

মারামারি

আর্থিক জালিয়াতি

গৃহবধু নির্যাতন ও অন্যান্য পারিবারিক বিরোধ ও অন্যান্য ধর্তব্য অপরাধ।

৩. অভিযুক্ত ব্যক্তিকে থানায় ডাকার ক্ষমতা পুলিশের তদন্তের স্বার্থে। তবে তা—

 আইনানুগ হতে হবে

 লিখিত নোটিশে হতে হবে (বিশেষত ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার ৩৫ ধারা)

 কারণবিহীন হয়রানি করা চলবে না।

শুধু মৌখিকভাবে “থানায় আসুন” বলা সব ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়।

নোটিশে সাধারণত উল্লেখ থাকবে—

এফ আই আর নম্বর,

মামলার ধারা

তদন্তকারী অফিসারের নাম,

হাজিরার তারিখ ও সময়

কোথায় উপস্থিত হতে হবে ইত্যাদি।

৪. নোটিশ পেলে অভিযুক্তের করণীয়:-

নোটিশ পাওয়ার পর ব্যক্তির উচিত—

(ক) নোটিশ যাচাই করা

আসল কি না

কোন থানার কোন মামলার

(খ) আইনজীবীর পরামর্শ নেওয়া:-

অবশ্যই একজন আইনজীবীর সঙ্গে আলোচনা করা উচিত।

(গ) সহযোগিতা করা:-

যদি নোটিশ বৈধ হয়, তদন্তে সহযোগিতা করা উচিত।

৫. নোটিশ মানলে কি গ্রেফতার করা যাবে?

সাধারণভাবে, ব্যক্তি যদি—

নিয়মিত হাজিরা দেন,

তদন্তে সহযোগিতা করেন,

প্রমাণ নষ্ট না করেন,

সাক্ষীকে প্রভাবিত না করেন

তাহলে অযথা গ্রেফতার করা উচিত নয়।

Arnesh Kumar v. State of Bihar মামলায় Supreme Court of India বলেছে—

Arrest should not be automatic.

অর্থাৎ, FIR হলেই গ্রেফতার বাধ্যতামূলক নয়।

৬. কখন গ্রেফতার হতে পারে?

নোটিশ দেওয়ার পরও গ্রেফতার হতে পারে যদি—

ব্যক্তি হাজিরা না দেন,

তদন্তে বাধা দেন,

পলাতক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে,

সাক্ষীকে ভয় দেখান,

প্রমাণ লোপাটের আশঙ্কা থাকে।

৭. পুলিশের সীমাবদ্ধতা:-

পুলিশ নিম্নলিখিত কাজ করতে পারে না—

 অকারণে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়ে রাখা

 হুমকি বা জোরপ্রয়োগ

 বেআইনি আটক

 আইনজীবীর সাহায্য বঞ্চিত করা

এগুলো সাংবিধানিক অধিকারের লঙ্ঘন।

৮. নাগরিকের সাংবিধানিক সুরক্ষা

ভারতীয় সংবিধান অনুসারে—

ধারা 20(3) কাউকে নিজের বিরুদ্ধে স্বাক্ষী হতে বাধ্য করার বিরুদ্ধে সুরক্ষা।

ধারা 21 জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতা

ধারা 22 গ্রেফতারের ক্ষেত্রে অধিকার

অভিযুক্তকে নিজের বিরুদ্ধে জোর করে স্বীকারোক্তি দিতে বাধ্য করা যাবে না।

৯. গুরুত্বপূর্ণ বিচারিক সিদ্ধান্ত

D.K. Basu v. State of West Bengal গ্রেফতার ও পুলিশি হেফাজতে নাগরিক অধিকারের গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা।

Arnesh Kumar v. State of Bihar অপ্রয়োজনীয় গ্রেফতার রোধে landmark judgment।

উপসংহার

ধারা ৩৫ BNSS অনুযায়ী, পুলিশ তদন্তের স্বার্থে অভিযুক্ত বা সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে লিখিত নোটিশ দিয়ে থানায় ডেকে পাঠাতে পারে, যদি তা আইনসম্মত ও যুক্তিসঙ্গত হয়। তবে—

পুলিশ ইচ্ছামতো ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে না

নাগরিকের মৌলিক অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে

নোটিশ পেলে আইনজীবীর পরামর্শ নিয়ে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।

সুনীল তাপস-সহ পুরপিতাদের পদত্যাগ

নিজস্ব সংবাদদাতা: বারাসত পুরসভার পুরপ্রধান সুনীল মুখার্জী ও উপপুরপ্রধান তাপস দাশগুপ্ত সহ ন'জন পুরপিতা পদত্যাগ করলেন।

সুনীলবাবু আগেই পদত্যাগ করতে চাইলে জেলাশাসক তাকে পদত্যাগ না করার অনুরোধ করেন। কিন্তু সাংবাদিক সম্মেলনে তার পদত্যাগ ঘোষণা করে জানালেন, নতুন রাজ্য সরকারের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে উন্নয়নের যে ভাবনা ভাবছে তাকে সাধুবাদ জানিয়ে তিনি পদত্যাগ করছেন । তার সঙ্গে উপপুরপ্রধান

তাপস দাশগুপ্ত সহ মোট নয় জন পুরপিতা পদত্যাগ করেছেন বলে জানা গেছে। নাগরিক পরিষেবা নিয়ে সাধারণ মানুষের দুশ্চিন্তা থাকলেও সুনীলবাবু জানিয়েছেন, এখন যারা দায়িত্ব নেবেন আমি নিশ্চিত তারা নাগরিক প্রত্যাশা পূরণ করবেন। তবে আগামী দিনে তিনি আর নির্বাচনে লড়াই করবেন না সেকথা জানিয়ে দিয়েছেন সুনীল মুখার্জী। পুরকর্মীদের একটা বৃহৎ অংশ মনে করছেন প্রাক্তন পুরপ্রধান অশনি মুখোপাধ্যায়ের তিন বছরের জমানায় তার ব্যাপক দুর্নীতি তোলাবাজি মাস্তানি বারাসত পুরসভার তৃণমূলের পতনের অন্যতম কারণ। এই কারণেই তাকে মেয়াদ উত্তীর্ণর আগেই তৃণমূলের পুর বোর্ড বহিষ্কার করে।

যোগদিবস

নিজস্ব সংবাদদাতা: ১৯১০ সালের প্রাচীনতম বাগবাজার জিমন্যাস্টিক ক্লাব আয়োজিত ১২তম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে,আন্ত:ক্লাব যোগব্যায়াম প্রতিযোগিতায় ক্লাবেরই ছোট্টো সদস্যদের অংশগ্রহণকারী, সুশ্চিমিতা, রায়সা, মণিষ্কা, আরুসি, সঞ্চয়িতা, সায়নি, ঋতিকা, অদ্রিজা, মেহুলি, আদিত্য, হিমাদ্রি, সৌমদীপ, সেহান, ত্রিদীবেশ,প্রশিক্ষক সরূপ দত্ত, ও আনিন্দিতা দাস এবং সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন গৌতম ধর। *ছবি : অসীম পাল*

রাজ্যের কলেজগুলিতে এত রকমের শিক্ষক আছেন জেনে বিস্মিত অর্থমন্ত্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা: সম্প্রতি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত নিখিল বঙ্গ অধ্যক্ষ পরিষদের বার্ষিক সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী ড: স্বপন দাশগুপ্ত।সেখানে সাংবাদিকদের সাথে কথোপকথনে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেন রাজ্যের কলেজগুলিতে কর্মরত নানা রকমের শিক্ষকদের বিষয়ে।

রাজ্যের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থাটি বিগত প্রায় তিন দশক ধরে এগিয়ে চলেছে আংশিক শিক্ষক- শিক্ষিকাদের কাঁধে ভর দিয়ে ।পরবর্তীতে চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ করা হয়েছিল কলেজগুলিতে নতুন অনার্স বিষয় চালু করার প্রয়েজনে।পূর্বতন বাম সরকার ২০১০ সালে UGC এর নিয়ম মেনে পৃথক পদ সৃষ্টি করে আংশিক শিক্ষকদের স্থায়িত্ব দিয়ে গিয়েছিল(মেমো: নং-751-Edn(cs)-5P-46/99, dated 21.09.2010)।পরবর্তীতে চুক্তিভিত্তিক শিক্ষকদের একই ভাবে স্থায়িত্ব দিয়ে যায়।অর্থাৎ দীর্ঘ কয়েকদশক ধরে উচ্চশিক্ষায় পরিষেবা দেওয়া আংশিক ও চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক-শিক্ষিকারা নিজ নিজ পদে স্থায়ী হন govt:approv: PTT & govt: approv: CWTT হিসাবে। ।তাঁরা অবসর নেওয়ার সাথেই পদটিরও বিলুপ্তি হবে।সেইসাথে সরকারি নির্দেশও জারি হয় এই ধরনের পদে আর কোনও শিক্ষক-শিক্ষিকা কলেজগুলি নিতে পারবে না। খুব প্রয়োজন হলে বিকাশভবন থেকে অনুমতি নিতে হবে।তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় আসার পর দীর্ঘদিন এই ব্যবস্থার মাধ্যমে কাজ চালাতে থাকে।কিন্তু সেই সময় কলেজ গুলি নানা কারণে বিভিন্ন বিভাগে একাধিক অতিথি শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ করে। পরবর্তীতে তৃণমূল সরকার ২০১৯ সাল 2081-Edn(cs)/10M-83/2019 মেমোরাণ্ডামের মাধ্যমে পূর্বতন govt: approve আংশিক ও চুক্তিভিত্তিক শিক্ষকদের সাথে সদ্য নিযুক্ত অতিথি শিক্ষকদের এক ছাতার তলায় এনে SACT নামকরণ করে।যা কার্যকর হয় ২০২০ জানুয়ারী থেকে।তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীর এহেন আকর্ষিক ঘোষণায় সমস্ত ব্যবস্থাটাই ঘোঁট পাকিয়ে যায়।প্রকাশিত মেমোরাণ্ডামটি নানা অসঙ্গতিপূর্ণ এমন অভিযোগ বারংবার তুলেছেন আংশিক শিক্ষকরা।কাজ কমেছে,বেড়েছে বেতন।আবার কাজ বেড়েছে কমেছে বেতন।সিনিয়রদের থেকে জুনিয়রদের বেতন বেশি,এককথায় বেতন বৈষম্য দেখা দেয়।ভুলে ভরা মেমোরাণ্ডামে কাজ করতে নানা সময়ে নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন স্যাক্টরা।অভিজ্ঞতাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে বঞ্চিত করা হয়েছে সিনিয়র আংশিক শিক্ষকদের। একই যোগ্যতা আর অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও ভিন্ন বেতন কিছু শিক্ষকের।UGC র নিয়মে SACT নামে কোনো স্বীকৃত পদ না থাকা সত্ত্বেও পূর্বতন তৃণমূল সরকার ইচ্ছাকৃত ভাবে সেটাকেই প্রতিষ্ঠা করেছে।এই শ্রেণীর শিক্ষকদের হয়ে দীর্ঘদিন লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে ষ্টেট এডেড কলেজ টিচার অ্যাসোসিয়েশন (স্যাক্টা)।তাদের কোনো আবেদন,অভিযোগ গ্রাহ্য করেনি পূর্ববর্তী শাসক দল ও সরকার।এমনকি বারংবার আবেদনে সাড়া মেলেনি পূর্বতন শিক্ষামন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী, দাবি এই সংগঠনের রাজ্য নেতৃত্বের। সর্বোপরি তাদের আরো অভিযোগ শিক্ষকদের শ্রেণী বিভাজন করা হয়েছে অন্যায় যুক্তিতে SACT1& SACT 2।NET বা SET পাশ কোনো ডিগ্রী নয়, অথচ তাদের বেতন বৃদ্ধি করা হলো অনেকটাই। কিন্তু M.Phil. ডিগ্রী হওয়া সত্ত্বেও মান্যতা দেওয়া হলো না।এমনই একাধিক অনিয়ম আছে ঐ মেমোরাণ্ডামে।তৎকালীন সরকারের কাজের বিরোধিতা করলেই শাস্তি ছিল অবধারিত। তবুও সেই রক্ত চক্ষু উপেক্ষা করে সেই সময় প্রতিবাদ করে গেছে স্যাক্টা(ষ্টেট এডেড কলেজ টিচার অ্যাসোসিয়েশন)।বেনিয়ম বিষয়কে নিয়মে আনার দাবি জানিয়ে গেছে সংগঠনের নেতৃত্ব।তাদের এটাও দাবি ছিল, সকলকে একসাথে মিশিয়ে না দিয়ে অভিজ্ঞতা আর যোগ্যতার মানদণ্ডে বেতন কাঠামো করা হোক।

সংগঠনের তরফে বর্তমান নেতৃত্ব ও সরকারের মন্ত্রীদের এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষন করা হচ্ছে এবং সত্য বিষয়টি জানানো হচ্ছে।তবু নেতৃত্বের আশঙ্কা ভুল তথ্য পরিবেশন করে সরকারের উদ্দেশ্য নষ্ট করতে পারে কেউ কেউ।স্টেট এডেড কলেজ টিচার অ্যাসোসিয়েশন (স্যাক্টা) এর রাজ্য সভাপতি অরুণ কুমার পাল, এক সাক্ষাতে জানান, অর্থমন্ত্রী আমাদের কথা ভাবছেন এজন্য ধন্যবাদ জানাই। পাশাপাশি তাঁকে অনুরোধ করবো আমাদের বিষয়টির নিষ্পত্তি হোক।প্রয়োজনে আমরা (পূর্বতন আংশিকশিক্ষক ও চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক) সরকারের কাজে পূর্ণ সহযোগিতা করতে প্রস্তুত।আমি তাঁর কাছে ও শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আবেদন রাখছি যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার নিরিখে আমাদের সামগ্রিক বন্দোবস্ত গৃহীত হোক।

রাজ্যের বর্তমান সরকার আপাতত দুর্নীতির জঞ্জাল পরিষ্কার করতে ব্যস্ত। পূর্বতন সরকারের সব বে -আইনি কাজ বাতিল করে বা সংশোধন করে সঠিক পথে আনতে চলেছে শুভেন্দু বাবুর নেতৃত্বাধীন সরকার। স্যাক্টদের বিষয়ের সুদূর প্রসারি সদর্থক ভাবনা সরকারের আছে বলে খবর মিলেছে।এদিন অর্থমন্ত্রীও কথা প্রসঙ্গে জানিয়েছেন,শিক্ষাদপ্তরকে এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার কথা বলবেন।

ভর্তি চলছে

আপনার শিশুর ভবিষ্যতে গড়তে

কলকাতা ইউথ কম্পিউটার অ্যাকাডেমি

KOLKATA YOUTH COMPUTER ACADEMY
MADHYAMGRAM
KOLKATA- 132

Run by : শতাব্দীর কলকাতা ফাউন্ডেশন

DIT

TALLY+GST+ACCOUNTS

HTML

COREL DRAW+PHOTOSHOP WITH DTP

C or C++, Java, Python

Logo, Scratch

POWER BI

মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও ডিগ্রি কোর্সের ছাত্র-ছাত্রী সহ ক্লাস ২ থেকে ৯ অবধি
১ টি কম্পিউটারে ১ জন করে অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলীর দ্বারা প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

কোর্স শেষে সরকারী সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

নবজাগরণ সংঘ, নন্দন কানন, দোলতলা, মধ্যমগ্রাম, কোলকাতা- ১৩২

ফোন: 8420323559

স্বত্বাধিকারী অঞ্জনা খাঁ কর্তৃক ১ নং শ্রীনগর, মধ্যমগ্রাম, কলকাতা-৭০০১২৯ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক বিসিপি কম্পিউটারস্, ১/১৩, কে.এন.সি রোড, অশোক মার্কেট-২, বারাসত, কলকাতা-১২৪ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক: সঞ্জীব চাকী

Printed, Published and Owned by Anjana Khan, Published from 1 No. Sreenagar, Madhyamgram, Kolkata- 129 and Printed at BCP Computers, 1/13, K.N.C. Road, Ashok Market-2, Kolkata- 124.
Contact No.: **8583007758** / Whatsapp No.: **9804160667**, E-mail: **shatabdirkolkata2014@gmail.com, website: www.shatabdirkolkata.com/shatabdir-kolkata-news-paper**
Editor: Sanjib Chaki